بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১০ই অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মক্কাবিজয়ের পর মদীনায় অবস্থানকালে মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মক্কাবিজয়ের পর মদীনায় অবস্থানকালে যেসব যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিল সেগুলোর উল্লেখ করব। প্রথম যুদ্ধাভিযান ছিল, **সারিয়্যা কায়েস বিন সা'দ বিন উবাদা**। এ যুদ্ধাভিযান সুদা গোত্র অভিমুখে ৮ম হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) জিরানা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হযরত কায়েস বিন সা'দ (রা.)-এর নেতৃত্বে ৪০০ সৈন্যের একটি দলকে সেদিকে প্রেরণ করেন। তিনি কানা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন আর তখন সুদা গোত্রের এক ব্যক্তি সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল; যার নাম ছিল হারেস। সে মুসলমানদের গতিবিধি বুঝতে পেরে সোজা মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং নিবেদন করে, আপনি যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছেন তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন। আমি আমার জাতির যামানত দিচ্ছি আর এও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। মহানবী (সা.) তার আবেদন মঞ্জুর করে উক্ত সৈন্যবাহিনীকে ফেরত আসার নির্দেশ দেন। এরপর হারেস ধীরে ধীরে তবলীগ করে তাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।

এরপর **সারিয়্যা হযরত উয়ায়না বিন হিসন**। এ যুদ্ধাভিযানটি ৯ম হিজরীর মুহাররম মাসে বনু তামিম গোত্র অভিমুখে হযরত উয়ায়না বিন হিসন (রা.)-এর নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) প্রথমে হযরত বিশর বিন সুফিয়ান (রা.)-কে খুযাআ গোত্রের লোকদের কাছে যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। বনু খুযাআর একটি শাখাগোত্র বনু তামীম যারা মুসলমান হয় নি তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। বনু খুযাআ বনু তামীমের কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাদেরকে নিজ এলাকা থেকে বের করে দেয় এবং বলে, তোমাদের কারণে মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে আমাদের কোনো না কোনো পরীক্ষার সম্মুখিন হতে হবে। এদিকে হযরত বিশর মদীনায় ফেরত আসেন এবং মহানবী (সা.)-কে সব ঘটনা অবগত করেন। মহানবী (সা.) বলেন, কে আছে যে এ গোত্রকে উচিত শিক্ষা দিতে পারবে? হযরত উয়ায়না বিন হিসন এ আহ্বানে সর্বপ্রথম লাব্বায়েক বলেন। মহানবী (সা.) তাকে ৫০জন অশ্বারোহী সাহাবীর নেতৃত্বে বনু তামীম অভিমুখে প্রেরণ করেন। তারা দিনে লুকিয়ে থেকে রাতে সফর করতেন, এভাবে সেই মরুভূমিতে পৌঁছেন যেখানে বনু তামীম অবস্থান করছিল এবং নিজেদের গবাদিপশু চরাচ্ছিল। মুসলমানদের সৈন্যবাহিনী দেখে তারা পালিয়ে যায় আর মুসলমানরা তাদের ১১জন পুরুষ, ১১জন নারী এবং ৩০জন শিশুকে বন্দি করে মদীনায় নিয়ে আসে। পরবর্তীতে বনু তামীমের ৮০জনের একটি দল মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়, যাদের মাঝে কয়েকজন কাব্যরচনা ও বাগ্মীতায় বিশেষ পারদর্শি ছিল। তারা কাব্যরচনা ও বক্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-কে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানায়। তিনি (সা.) বলেন, **আমার আগমনের উদ্দেশ্য কাব্যরচনা বা বক্তব্য প্রদানে জয় লাভ করা নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার দিকে আহ্বান করা। তারপরও তোমরা চাইলে বাগ্মীতা প্রদর্শন করো, আমরা এর জবাব দেব**। এরপর তাদের একজন বক্তৃতা করে আর মহানবী (সা.) মুসলমানদের মাঝে একজনকে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বক্তৃতা প্রদান করতে বলেন। উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে তাদেরই একজন আকরা বিন হাবেস

স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটি স্বীকার করে নেয় যে, মুসলমানদের বক্তারা আমাদের চেয়ে উন্নত পর্যায়ের। অতঃপর তারাও ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। মহানবী (সা.) তাদের বন্দিদের ফেরত দেন এবং উপহারও প্রদান করেন।

অতঃপর **সারিয়্যা কুতবা বিন আমের** যা ৯ম হিজরীর সফর মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) খাসআম গোত্র অভিমুখে ২০জন সদস্যসহ হযরত কুতবা বিন আমের (রা.)-কে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে তারা এক লোককে পাকড়াও করে যে বোবা হওয়ার ভান করে, কিন্তু নিজ গোত্রের কাছে গিয়ে সে চিৎকার করে তার গোত্রের লোকদের সতর্ক করতে চায়, তাই তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে যখন অন্ধকার নেমে আসে তখন মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে অতর্কিতভাবে তাদের ওপর আক্রমণ করে আর উভয়পক্ষের মাঝে ভীষণ লড়াই হয়। যুদ্ধে দুই দলের অনেকে আহত হয় এবং বিরোধীদের অনেকে নিহত হয়। হযরত কুতবা মালে গণিমত নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

এরপর **সারিয়্যা যিহাক বিন সুফিয়ান কিলাবি**র উল্লেখ পাওয়া যায় যা ৯ম হিজরী সনের রবিউল আওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) হযরত যিহাক বিন সুফিয়ান কিলাবি (রা.)-কে কিরতা নামক স্থানে তারই গোত্র কিলাব অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি যুল জালাওয়া নামক স্থানে পৌঁছে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন, কিন্তু তারা মানতে অস্বীকার করে এবং লড়াইয়ের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। হযরত যিহাক কিরতাবাসীকে পরাজিত করে অর্জিত মালে গণিমত নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

৯ম হিজরী সনের রবিউস সানী, মতান্তরে সফর মাসে **সারিয়্যা হযরত আলকামা বিন মুজাযযিয** সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) জানতে পারেন যে, আবিসিনিয়ার কিছু যোদ্ধা মুসলমানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে জেদ্দায় এসে পৌঁছেছে। তিনি (সা.) হযরত আলকামা (রা.)-কে ৩০০ সদস্যের সেনাবাহিনীর নেতা বানিয়ে সেদিকে প্রেরণ করেন। সেখানে অবস্থানকারীরা তাঁর আগমনের কথা শুনে নৌকায় আরোহন করে সমুদ্রে পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধাভিযানের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে একটি দল দ্রুত প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করে। তাদের আমীর নিযুক্ত করা হয় **হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা**কে যিনি হাস্যরসাত্মক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে তারা আগুন তাপানোর উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালিয়েছিল। তখন তিনি তার অধীনস্তদের বলেন, তোমাদের জন্য কী আমার কথা শুনা এবং মান্য করা আবশ্যক নয়? তারা বলে, অবশ্যই। তখন তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে আগুনে ঝাপ দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। তাদের মাঝে কতিপয় আগুনে ঝাপ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেও অবশিষ্ট কিছু লোক বলে, আমরা এ কথা মানব না। যাহোক যারা আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল তিনি তাদেরকে বাধা দিয়ে বলেন, আমি তো তোমাদের সাথে মজা করছিলাম। মহানবী (সা.) যখন এ ঘটনা জানতে পারেন তখন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, যারা এতে ঝাপ দিত তারা কিয়ামত পর্যন্ত এথেকে বের হতে পারত না, কেননা আনুগত্য ন্যায়সংগত বিষয়ের হয়ে থাকে।

এরপর হুযূর (আই.) **সারিয়্যা হযরত আলী (রা.)-এর** উল্লেখ করেন। মহানবী (সা.) তাঈ গোত্রের ফুল্‌স প্রতীমার বিরুদ্ধে ১৫০জন আনসারসহ হযরত আলী (রা.)-কে প্রেরণ করেন। তারা সেখানে গিয়ে মূর্তি ভাঙেন এবং কিছু বন্দি ও প্রচুর পরিমাণে ধনসম্পদ নিয়ে মদীনায় ফেরত আসেন। এ সময় **সারিয়্যা উকাশা বিন মিহসান-এর** উল্লেখ পাওয়া যায় যার বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

পরিশেষে হুযূর (আই.) তাবূকের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। ৯ম হিজরী সনের রজব মাস মোতাবেক ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এ যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়েছিল। এটি মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় শেষ গাযওয়া ছিল। তাবূক নামক ঝরনার কাছে শিবির স্থাপনের কারণে এ যুদ্ধের এরূপ নামকরণ করা হয়। তাবূকের যুদ্ধকে পবিত্র কুরআনে **সাআতুল উসর** উল্লেখ করা হয়েছে, এ কারণে এ যুদ্ধকে গাযওয়াতুল উসরও বলা হয়। কেননা এ যুদ্ধাভিযানে মুসলমানদের পানি, যুদ্ধের সরঞ্জাম, জুতা প্রভৃতির স্বল্পতার কারণে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। এ যুদ্ধের মৌলিক কারণ হিসেবে এটিই পাওয়া যায় যে, মক্কাবিজয়, হুনায়েনের যুদ্ধে বনু হাওয়াযিনের দৃষ্টান্তমূলক পরাজয় এবং আরবের সমস্ত গোত্রের ওপর মুসলমানদের জয় লাভ করার পর ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং মুনাফিকরা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয় আর সেই সময়ের ক্ষমতাবান পরাশক্তি রোম স্ম্রাটের সাহায্য চায়। এছাড়া মুনাফিকরা মদীনায় এ গুজব ছড়াতে শুরু করে যে, রোম স্ম্রাট তার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করছে যারা মুহাম্মদ (সা.) ও মদীনার মুসলমানদের ধ্বংস করবে। কেননা মুনাফিকরা চাচ্ছিল, এ কথা শুনে মহানবী (সা.) যেন নিজেই লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন আর পরিণামে যেন সফরের দূরত্ব ও কষ্ট এবং রোম স্ম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুহাম্মদ (সা.) ও মুসলমনরা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হন। হুযূর (আই.) বলেন, অবশিষ্ট ঘটনা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলার কথা উল্লেখ করে হুযূর (আই.) খুতবার শেষাংশে বলেন, আজ রাবওয়ায়, মসজিদে মাহ্দীতে সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে এবং আমাদের পাঁচ-ছয়জন সেখানে আহত হয়েছেন, দুজন অত্যন্ত গুরুতর আহত হয়েছেন, তাদের অপারেশন ইত্যাদিও চলছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি কৃপা করুন এবং এই সন্ত্রাসী ও আইন ভঙ্গকারীদের এবং জামা'তের বিরোধীদের শীঘ্র ধৃত করুন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)